দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ JUL 14 2006
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৫

শিক্ষা বিষয়ক একটি চ্যানেল এখন সময়ের দাবি

দেশে এখন অনেক চ্যানেল। সবই চিত্তবিনোদনমূলক। কিন্তু জাতিকে এগিয়ে নেয়ার জন্য পৃথক কোনো শিক্ষা চ্যানেল নেই। যা দুর্ভাগ্যজনক। অথচ দেশে একটি দূরশিক্ষণ বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে, যার নাম বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (বাউবি)। এর রয়েছে বিশাল শিক্ষা নেটওয়ার্ক এবং রয়েছে অত্যাধুনিক একটি মিডিয়া সেন্টার। মিডিয়া দূরশিক্ষণের একটি বড় মাধ্যম। বিশেষ করে ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া। এ-মিডিয়ার আকাশচুম্বি সাফল্যকে কেন্দ্র করেই ১৯৬৯ সালে বৃটেনে পৃথিবীর প্রথম দূরশিক্ষণ বিশ্ববিদ্যালয় 'লন্ডন ওপেন ইউনিভার্সিটি' প্রতিষ্ঠিত হয়। যার সাফল্য পৃথিবীর অসংখ্য দেশকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে বাংলাদেশেও ১৯৯২ সালের অক্টোবরে প্রতিষ্ঠিত হয় বাউবি। ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া দূরশিক্ষণের অন্যতম একটি হাতিয়ার। এ-হাতিয়ারকে কাজে লাগিয়ে পৃথিবীর নানা দেশ শিক্ষাকে চিত্তাকর্ষকভাবে মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিচ্ছে।

বেশি দূরে নয়, আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত, পাকিস্তান ও থাইল্যান্ড এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। মিডিয়ার বদৌলতে ওইসব দেশে দূরশিক্ষণ পদ্ধতির শিক্ষা এখন খুবই জনপ্রিয়। থাইল্যান্ডের র‍্যামখ্যাঙহেম উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের রেডিও প্রোগ্রাম, বিভিন্ন সময়ে তিন ঘণ্টা সংবাদের বিরতি দিয়ে একটানা সকাল ছটা থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত প্রচারিত হচ্ছে। বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যও একটি পৃথক স্বতন্ত্র টেরিস্টোরিয়াল টিভি চ্যানেল প্রয়োজন। এ-চ্যানেলটি পেলে দেশে উন্মুক্ত ও দূরশিক্ষণ পদ্ধতির শিক্ষা খুবই জনপ্রিয় হবে। এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়। তখন শিক্ষার্থীদের কাছে বাউবি-র শিক্ষা আরো চিত্তকর্ষক হয়ে উঠবে।

বাউবি-র শিক্ষার্থী সংখ্যা সাত লাখ ছাড়িয়ে গেছে। যা জাতির জন্য এক অবিস্মরণীয় সংবাদ। আগামী জানুয়ারিতে জেএমসি, এলএলবি, এমএ/এমএসএসসহ আরো কিছু প্রোগ্রাম চালু হলে এ-সংখ্যা দশ লাখ ছাড়িয়ে যাবে বলে ধারণা। ছাত্রসংখ্যা বিবেচনা করে ইতিমধ্যেই এ-বিশ্ববিদ্যালয় মেগা ইউনিভার্সিটি হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

দূরশিক্ষণকে এগিয়ে নেয়ার জন্য অতিসত্বর বাউবিকে একটি স্বতন্ত্র চ্যানেল পরিচালনা করার অনুমতি দেয়া প্রয়োজন। এটি পরিচালনার জন্য সরকারের কোনো বাড়তি অর্থের বা জনবলের প্রয়োজন হবে না। মিডিয়া অবকাঠামো ও প্রয়োজনীয় জনবল সবই বাউবি-র রয়েছে। ইতিমধ্যেই বাউবির উপাচার্য একটি স্বতন্ত্র টেরিস্টোরিয়াল চ্যানেল পাওয়ার জন্য সরকারকে ৫০ কোটি টাকা দেয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। যদি আরো অর্থের প্রয়োজন হয়, তবে তা সরকারের তহবিল থেকে দেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। প্রস্তাবটি খুবই প্রশংসনীয়। আশা করছি, সরকার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এ-ডাকে সাড়া দেবেন। এ-সাড়া জাতির জন্যও আশীর্বাদ বয়ে আসবে। এটা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

বদরুল হায়দার চৌধুরী,
বোর্ড বাজার, গাজীপুর ১৭০৫।